কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

জাফরুল্লাহ চৌধুরী ▶

গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য

গ্রাম ও নগরের শিক্ষা,ও স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য নিরসনের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে ১৬ ও ১৯ ধারায় নিম্নলিখিত নির্দেশনা আছে। ১৬ : 'নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

১৯(১) : 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।'

১৯(২) : 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

বাস্তবতা : অপেক্ষাকৃত উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার কারণে গ্রাম-শহরের দূরত্ব কিছুটা কমেছে কিন্তু বাস্তবে বেড়েছে জনগণের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, যা সংবিধানের ১৬ ও ১৯ ধারার বরখেলাপ। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রায় পাঁচ হাজার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের ১০-১২ কামরার সুন্দর বিল্ডিং ও প্রতি ছয় হাজার জনগণের জন্য একটি করে প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি হলেও চিকিৎসকের ব্যাপক অনুপস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যসেবায় ধস নেমেছে। ওষুধ কম্পানির অধিক মূল্যের ক্ষতিকর ওষুধের ছড়াছড়িতে গ্রামগঞ্জের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অনাচারের দ্রুত ব্যাপ্তি ঘটেছে। গ্রামের স্কুলে শিক্ষকস্বল্পতা ও তাঁদের নিয়মিত পালা করে অনুপস্থিতি এবং স্কুলে সকাল-বিকেল প্রাইভেট পড়ানো বহু স্থানের পরিচিত দৃশ্য।

গ্রামের ও মফস্বলের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র এবং দ্বিভাষিক বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষক নেই। মফস্বলের কলেজে বাংলা ও অঙ্ক শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা হয় মফস্বলে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী নন বা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে তাঁরা পরিচিত নন। বাংলার শিক্ষকের ইংরেজি জ্ঞান সীমিত। মফস্বলের অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষক বাংলার ব্যুৎপত্তি প্রকাশ সম্মানজনক মনে করেন না। এই বার্থতা জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায়, যার দ্রুত সমাধান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষা সবার ক্ষেত্রে (কৃষি, শিল্প, সমাজসেবা ও স্বাস্থ্যসেবায়) উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। গার্মেন্টিশিল্পের নারী শ্রমিকরা যে কেবল দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করেছে তা নয়, তারা প্রগতিশীল সব রাজনৈতিক দলের চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক রক্ষণশীলতাকে প্রতিহত করেছে। গুপ্ত ও সুপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক মৌলবাদের প্রসার বন্ধ করতে হলে নারী শিক্ষার আরো অগ্রগতি এবং গ্রামের সব স্কুলকে সচল করে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন।

গণবিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদ্যোগ : শতরের দশকে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সচিব ড. এম এ সাত্তারের স্ত্রী ড. এলেন সাত্তার চাঁদপুরের শাহরাস্তি এলাকার হাই স্কুলে মেয়েদের অতিরিক্ত বৃত্তি দিয়ে এলাকার উন্নয়নের পথ প্রদর্শন করেছিলেন।

গণবিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩-১৪ শিক্ষা বছর থেকে গ্রামের ৩০০ দরিদ্র ছাত্রীকে বিনা বেতনে গণিত শাস্ত্র, বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান (ফিজিকস, কেমিস্ট্রি) এবং ফিজিওথেরাপিতে স্নাতক পর্যায়ে (Honours Course) চার বছর অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে। এই ৩০০ জনের মধ্যে দরিদ্রতম ১০০ ছাত্রী নিখরচায় হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার সুযোগও পাবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত সব ছাত্রীর নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়াও শরীরচর্চা, সাঁতার, সাইকেল চালানো, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

শিক্ষার্থীরা যাতে একই সঙ্গে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সে জন্য গ্রামীণ অশিক্ষিত, অসহায় মানুষকে শিক্ষাদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। গণবিশ্ববিদ্যালয় প্রথাগত একক বিষয়মুখী, বিশেষজ্ঞ-নিয়ন্ত্রিত বিভাগের পরিবর্তে আন্তবিভাগীয় সমন্বয়, সহযোগিতা ও গবেষণাধর্মী বিভাগের প্রবর্তন করেছে। এতে শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান ও নতুন গবেষণার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে।

উল্লিখিত পাঁচটি বিভাগে অধ্যয়নরত সব ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতিবছর দুই মাস গ্রামে অবস্থান করে স্থানীয় একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক ক্লাস পরিচালনা করবে। দুই মাস শেষে স্থানীয় কমিটির সহায়তায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে এবং পরের বছর আবার দুই মাস 'স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক' হিসেবে ছাত্ররা কাজ করবে। স্কুলে শিক্ষকতাকালে শিক্ষার্থীরা গ্রামের পরিবেশ উন্নয়নে অংশ নেবে।

উল্লিখিত পাঁচটি কোর্সের শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরো আট সেমিস্টার শিক্ষাদান ছাড়াও বাংলা, ইংরেজি ও ফিজিওথেরাপি বিভাগের ছাত্রদের দুই সেমিস্টার কম্পিউটার প্রকৌশল শিক্ষাদান করা হবে।

অঙ্ক, বিজ্ঞান ও ফিজিওথেরাপি বিভাগের সব ছাত্রছাত্রী ইংরেজি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করবে দুই সেমিস্টার। বাংলা বিভাগের সব ছাত্রছাত্রীর দুই সেমিস্টার আরবিতে কথোপকথন শিখতে হয়। এতে মধ্যপ্রাচ্য ও জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রকল্পে চাকরির সুবিধা হবে।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা চার সেমিস্টার ইংরেজি ভাষা ও কথোপকথন শিখবে। অন্যদিকে ইংরেজি বিভাগের সব ছাত্রছাত্রী চার সেমিস্টার ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে।

উল্লিখিত পাঁচ বিভাগের সব ছাত্রছাত্রীর দুই সেমিস্টার মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক। গণবিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে শিক্ষাদান হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে গ্রামের স্কুলে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করতে পারে। উল্লেখ্য, গণবিশ্ববিদ্যালয় সব ডিগ্রি কোর্সে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ, নারী-পুরুষ বৈষম্য ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ১-২ সেমিস্টার অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় পাস করতে হয়।

আপনার অংশগ্রহণ প্রয়োজন

অতিরিক্ত আরো গ্রামের দরিদ্র ২০০ ছাত্রীকে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নে সুযোগ দেওয়ার জন্য সব সহৃদয় ব্যক্তি থেকে অনুদান গ্রহণ করা হবে। যেকোনো প্রিয়জনের নামে বৃত্তি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। আপনারূপ সাড়া পেলে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিকল্পনা অবশ্যই সফল হবে। একজন ছাত্রীর থাকা ও খাওয়া খরচ বাবদ বছরে লাগবে মাত্র ৬০ হাজার টাকা অর্থাৎ ৭৫০ ডলার। এ ব্যাপারে আপনি সরাসরি গণবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমদ (০১৭১১-৫৯৫৬৬৫) অথবা রেজিস্ট্রার দেলওয়ার হোসেনের (০১৭১৪-০৬৭১৮৫) সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা খুশি হবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের নামে পাঁচ লাখ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট করে একজন গ্রামের নারী শিক্ষার্থীকে মাসিক বৃত্তি দিতে পারবেন। গ্রামের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ফিক্সড ডিপোজিট করলে গণস্বাস্থ্য সমবায় ক্রেডিট সোসাইটি ১৫ শতাংশ হারে লাভের সুবিধা দেয়।

লেখক : ট্রাস্টি, গণবিশ্ববিদ্যালয়

পাঁচ বিভাগের সব ছাত্রছাত্রীর দুই সেমিস্টার মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক। গণবিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে শিক্ষাদান হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে গ্রামের স্কুলে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করতে পারে। উল্লেখ্য, গণবিশ্ববিদ্যালয় সব ডিগ্রি কোর্সে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ, নারী-পুরুষ বৈষম্য ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ১-২ সেমিস্টার অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় পাস করতে হয়